প্রবাস বন্ধু

ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা – প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার ও পাঠচক্র কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | হিউস্টন (টেক্সাস), ইউ.এস.এ. | ১৫ইজুলাই, ১৯৯৯

প্রবাস বন্ধুর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রয়াত শ্রী আশুতোষ বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে প্রথম সংখ্যাটি নিবেদন করা হলো।

লেখা পাঠান

- ২০ লাইনের মধ্যে বাংলায় স্বরচিত গল্প, কবিতা, বা প্রবন্ধ, অথবা,
- শিক্ষা, সমাজ বা সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

শ্রীমতী প্রলেতা বসাক
৫৩৩৮ হলিভিউ ড্রাইভ
হিউস্টন, টেক্সাস ৭৭০১১
(৭১৩) ১৫৬-১০০৫

প্রবাস বন্ধুর বর্তমান কার্যক্রম:

- মাসিক সাহিত্য সভা
- ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশন
- গ্রন্থাগার পরিচালনা
- বার্ষিক প্রীতিভোজ
- বিজয়া সম্মেলন

বার্ষিক চাঁদা পরিবার পিছু ২০ ডলার, ও জামানত ১০ ডলার

প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার ও পাঠচক্রে যোগদানের জন্য যোগাযোগ করুন:

শ্রী রবি শঙ্কর দে/ শ্রীমতী চন্দ্রা দে
প্রবাস বন্ধু
৮, প্রস্‌পেক্ট প্লেস
বেল্ এয়ার, টেক্সাস ৭৭৪০১
(৭১৩) ৬৬১-০১২৩

প্রবাস বন্ধুর পূজা সংখ্যায় লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

স্বর্গীয় আশুতোষ বিশ্বাস স্মরণে

বছর তিনেক আগে শ্রী আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় এবং তাঁর পুত্র শ্রীমান গৌতমের সঙ্গে আমার আলাপ ও পরিচয় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই আমি আশু বাবুর প্রতি আকর্ষিত হই। উনি আমাকে ওঁর লেখা বর্ণালী, ত্রয়ী, ও অন্যান্য বইগুলি প্রীতি উপহার দেন। ওঁর জীবনধারা, লৌকিক ব্যবহার ও পাঠচক্রে লেখার মাধ্যমে ওঁর নানা গুণের পরিচয় পাই। প্রতিবার সাক্ষাতেই ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

আদর্শ নির্ধারনের কোন মাপকাঠি নেই। নানা গুণে বিভূষিত মানুষ আদর্শবান হন। আশুদা আমার কাছে একজন আদর্শ পুরুষ। নিষ্ঠাবান, সচ্চরিত্র, ধার্মিক, পূর্তবিদ, অতিথি পরায়ন, লেখক, ভূপর্যটক, ভাষাবিদ, পরোপকারী আশুতোষ বিশ্বাসের আত্মার প্রতি আসুন আমরা সকলে শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রী গঙ্গা নারায়ন ঘোষ
(২১শে মার্চ, ১৯৯৮ প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের অধিবেশনে পঠিত)

সম্পাদকীয়

সংগঠন ছোটই হোক আর বড়ই হোক, তার একটি মুখপত্র থাকা দরকার। সংগঠনের কার্যকারীতা মুখপত্রের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। আমাদের সংগঠনের নাম প্রবাস বন্ধু। উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের চর্চা। যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর মনে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জিইয়ে রাখা যায় অনুশীলনের মাধ্যমে, তবে আমরা সার্থক।

উচ্চ শিক্ষার্থে অথবা উচ্চাসন পদালঙ্কারে ভূষিত হতে দেশের মায়া কাটিয়ে অনেকেই পরবাসী হয়েছেন। ইচ্ছে থাকলেও দেশে ফিরে যাবার তাঁরা আর পথ পাননা। কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার 'অহং' অনবরতই মনের খোরাক খোঁজে। দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য কলার ছোঁয়া পেলেই মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মন খুঁজে বেড়ায় সমভাষী সমব্যথীকে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় মন মেতে ওঠে। বিদেশী ভাষায় মন ভরেনা। সে ভাষা উচ্চশিক্ষার মান বাড়ায়। বিভিন্ন সাহিত্যের আস্বাদন দেয়। কিন্তু মনের কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশ একমাত্র মাতৃভাষায়।

তাই নিজেদের কথা, সুখ দুঃখ আনন্দের অভিব্যক্তি পাঁচ জনের মধ্যে বেঁটে নেয়ার জন্য মাতৃ ভাষার মুখপত্র চাই। সেই ব্রত নিয়েই আজ প্রবাস বন্ধু নামে আমাদের মুখপত্র জয়যাত্রার পথে পা বাড়িয়েছে। যাঁরা আমাদের সঙ্গে আছেন, এবং যাঁরা শুরুতে সঙ্গে থেকেও হঠাৎই দুর্যোগে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের সবার শুভকামনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। এ যাত্রা সফল হবে কিনা তা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর। যাঁরা আমাদের যাত্রা পথে আমাদের সঙ্গে সামিল হতে চান সেই সব নবীন প্রবীণ সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাবার বাসনা আমাদের। যাঁরা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমাদের চলার পথের সাথী হতে পারছেননা, আশাকরি তাঁদের শুভকামনাও আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করবে।

শ্রীমতী প্রলেতা বসাক

প্রবাস বন্ধুঃ গোড়ার কথা

বর্তমান প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার উনিশশো একানব্বই (১৯৯১) সালের মধ্য ভাগে স্থাপন করা হয়। শহরের দু চার জন বাসিন্দার মনে নিয়মিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অভাব বোধ এই গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ জোগায়। প্রথম দফায় ষাট সত্তরটি প্রধানতঃ রবীন্দ্রত্তোর যুগের বই কেনা হয়। পরে ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন সাহিত্যের সাহায্যে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। কিছু সংখ্যক আধুনিক সাহিত্যিকের লেখাও গ্রন্থাগারে স্থান পায়। আমাদের গ্রন্থাগারে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২০০।

গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যানুরাগী সভ্যরা নিয়মিত সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এঁদের উদ্যোগেই প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার জন্য নির্ধারিত হয়। সাহিত্যানুরাগীরা এই সভায় স্বরচিত লেখা পাঠ করে থাকেন এবং এই সঙ্গে বিভিন্ন লেখক লেখিকার লেখা পাঠ ও পর্যালোচনা করা হয়।

বর্তমানে মাতৃ ভাষার মূল্যায়ন ও ভাষা চর্চার গুরুত্ব বোধ জাগানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাস বন্ধুর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলেছে। সীমিত বাজেট নিয়ে এই সংগঠনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ পরিপূর্ণ রাখতে সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ অত্যন্ত যত্নশীল। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে বার্ষিক আয় ব্যয়ের রিপোর্ট প্রয়োজন মত পাওয়া যেতে পারে।

শ্রী অসিত কুমার সেন

পূজো পার্বণ

ঝুলন যাত্রা	*২২শে অগাস্ট*
রাখী পূর্ণিমা	*২৬শে অগাস্ট*
জন্মাষ্টমী	*২রা সেপ্টেম্বর*
গণেশ পূজা	*১৩ই সেপ্টেম্বর*
বিশ্বকর্মা পূজা	*১৭ই সেপ্টেম্বর*
মহালয়া	*১ই অক্টোবর*
দূর্গা পূজা	*১৬ - ২০শে অক্টোবর*
লক্ষী পূজা	*২৪শে অক্টোবর*
কালী পূজা	*৭ই নভেম্বর*
দীপাবলী	*৮ই নভেম্বর*
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	*১ই নভেম্বর*
ছট পূজা	*১৪ই নভেম্বর*
জগদ্ধাত্রী পূজা	*১৭ই নভেম্বর*
কার্ত্তিক পূজা	*১৭ই নভেম্বর*
রাস যাত্রা	*২২শে নভেম্বর*
সবেবরাত	*২৪শে নভেম্বর*
রামাদানের শুরু	*১০ই ডিসেম্বর*

("বেঙ্গল অন দ্য নেট"এর থেকে সংগৃহীত)

১৫ই অগাস্ট

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের জন্ম। প্রতিটি ভারতীয়ের জীবনে এই দিনটি স্মরণীয়। এই দিনটিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন যেই ভারতীয় তথা বাংলা মায়ের কৃতী সন্তানেরা তাঁদের মধ্যে দুটি নাম বিশেষ করে মনে পড়েঃ

● শ্রী অরবিন্দ - শ্রী অরবিন্দ ঘোষের জন্ম কলকাতায় ১৮৭২ সালের ১৫ই অগাস্ট। সাত বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ওঁর শিক্ষা দীক্ষা হয়। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ইটালীয়ান ভাষায় উনি সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। ঐ সময়ের মধ্যেই গ্যেটে ও দান্তের মূল রচনা উনি পড়ে ফেলেন। বিদেশে শিক্ষিত হলেও দেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ওঁর বরাবরই অবিচল ছিল। ১৮৯৩ সালে উনি স্বদেশে ফিরে বরোদা মহারাজের সেক্রেটারিয়েটে কার্য ভার গ্রহণ করেন। সেখান থেকে কালক্রমে বরোদা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজেই উপাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। ঐ সময় থেকেই ওঁর লেখক জীবনের শুরু এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চর্চারও শুরু। ১৯০৬ সাল থেকে উনি স্বরাজের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে বিদেশী সরকারের বিরাগভাজন হন। ১৯০৯ সালে আলিপুর জেলে থাকাকালীন ওঁর জীবনে যৌগিক চর্চা শুরু। ১৯১০ সালে সরকারের রোষ এড়াতে দক্ষিণ ভারতের ফরাসী শাসিত পণ্ডিচেরীতে চলে যান। এই সময় ওঁর জীবন দর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দেশের লোক তখনো তৈরী নয় সেটা উনি বুঝতে পারেন। পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপন করে উনি আধ্যাত্মিক ধ্যান এবং যোগ সাধনা নিয়ে কাল কাটাতে মনস্থ করেন। কালে ওঁর জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহ লোক পণ্ডিচেরীর আশ্রমে যোগ দেন। পণ্ডিচেরীতে থাকা কালীন ওঁর বহ রচনার সৃষ্টি। ঐ সময় দার্শনিক, যোগী, লেখক, কবি শ্রী অরবিন্দের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ওঁর লেখা মহাকাব্য "সাবিত্রী" ২৪০০০ লাইনের লেখা কবিতা। অন্যান্য রচনার মধ্যে জীবন দর্শন এবং যৌগিক সাধনার ওপরে "দি লাইফ ডিভাইন" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী অরবিন্দের জীবন দর্শনের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো সকল দেশ এবং সকল জাতির সমন্বয়ে এক পৃথিবী এবং এক জাতি। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর পণ্ডিচেরীতেই ওঁর মৃত্যু হয়।

● শ্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য - চির তরুন কবি শ্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৫ই অগাস্ট। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যানুরাগী। সাম্যবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই কবি লিখেছেন সমাজ সচেতনতা, সামাজিক বৈষম্য, এবং মানব প্রেমের ওপর বহ কবিতা। জীবনের বাইশ বছর পূর্ণ হবার আগেই এই তরুণ সংগ্রামী কবির অকালে জীবনাবসান হয় ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে।

লালিয়া বসাক আগওয়াল

স্থানীয় খবর

● গত ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৯ হিউস্টন দুর্গাবাড়ী সোসাইটির পরিচালনায় প্রায় ৩০০ লোক নিয়ে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হলো। প্রতি বছরই এই বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

● গত ১ই মে, ১৯৯১ রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে হিউস্টনের বাংলা পাঠশালার ছাত্র ছাত্রীরা। ঐ দিনই টেগোর সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তীর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় স্থানীয় বহ শিল্পীদের নিয়ে।

● আগামী একুশে অগাস্ট, ১৯৯৯ টেগোর সোসাইটি অফ্ হিউস্টনের উদ্যোগে নজরুল ও জীবনানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় শিল্পীদের নাচ, গান, ও কবিতার আয়োজন করা হয়েছে। খবরের জন্য যোগাযোগ করুনঃ শ্রীমতী শুক্তি দত্ত (২৮১) ৪৪৭-৮৫৪১

● এ বছরে হিউস্টন পূজা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী গায়ত্রী পাল। দুর্গা পূজার বিশদ খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করুন
শ্রীমতী গায়ত্রী পাল (২৮১) ৪১৩-৫১১২

শুভাগমন

●গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার ও পাঠচক্রের কোষাধ্যক্ষ শ্রী রবি শঙ্কর দে ও শ্রীমতী চন্দ্রা দের ঘর আলো করলো প্রথমা কন্যা অনুষা।

(খবর শ্রী গনেশ চন্দ্র মণ্ডল ও শ্রী জ্যোতির্ময় সোমের সৌজন্যে)

প্রবাসী বাঙ্গালী

সামাজিক অনুষ্ঠান

● গত ২রা-৪ঠা জুলাই, ১৯৯৯ "বে এরিয়া, প্রবাসী, স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো" আয়োজিত উত্তর আমেরিকার উনবিংশ বঙ্গ সম্মেলন মহা ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হলো স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিসকোর বে এরিয়ার স্যান্টা ক্লারা কন্‌ভেনসন সেন্টারে। প্রতি দিন প্রায় ৪০০০ দর্শকের সমাবেশে অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে নাচ, গান, নাটক, কবিতা পাঠ, কলেজ রি-ইউনিয়ন, স্টুডেন্ট এবং বিজনেস ফোরাম এর নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়। উত্তর আমেরিকার স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়া পশ্চিম বাংলা এবং বাংলা দেশের বহ বিখ্যাত শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ২রা জুলাই অনুষ্ঠানের শুরুতে "লেসার শো" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞান বিজ্ঞান

● বিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্য গ্রহণ - ১১ই অগাস্ট, ১৯৯৯ পূর্ণ সূর্য গ্রহণ দেখা যাবে ইয়োরোপ এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়াল, ভারতের বরোদা। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন জায়গা থেকে আংশিকভাবে দেখা যাবে বলে খবরে প্রকাশ।

!! বাঙ্গালীর গৌরব !!

● হিউস্টন মেডিকেল সেন্টারে বর্তমানে আনুমানিক ৫৫ জন বঙ্গ সন্তান ক্যান্সার রোগ নিয়ে গবেষণায় যুক্ত আছেন।

● ইন্টারনেটে দেশের খবর

http://www.sambad.com
http:/www.calonline.com
http://www.westbengal.com
http://www.pratidin.com
http://www.mahanagar.com
http://www.bengalonthenet.com
http://www.suprovat.com
http://www.pratidin.com
http://www.calcuttaweb.com
http://www.samachar.com

দেশের খবর

●এ.বি.এম. ফাউণ্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত "নতুন সহস্রকে আশার আলো আনো" ("Bring New Hope To The Millenium") অনুষ্ঠান পালন করা হবে ৬ই অগাস্ট, ১৯৯৯ কলকাতার রোটারী ক্লাব সদনে। খবরের জন্য যোগাযোগ করুন
লালিয়া বসাক আগ্রওয়াল (৭১৩) ১৫৬-১০০৫
ইন্টারনেটে ওয়েব সাইট দেখুন
http://www.angelfire.com/ab/abmf/main.html

● বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন - ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ থেকে ১ই জানুয়ারী,২০০০ কলকাতায় বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
শ্রী জ্যোতির্ময় সোম (২৮১) ৬১৩-০৭৬৫
ইন্টারনেটে ওয়েব সাইট দেখুন
http://www.info@calonline.com

জন সংখ্যা

●সেন্সাস ব্যুরো অফ ইণ্ডিয়ার খবর অনুযায়ী ভারতের লোক সংখ্যা এখন আনুমানিক ১৮৬,০৮৪,৬৮৭। প্রতি বছর জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৫,৬৭৮,০০০। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারত চীন দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

● ভারত বর্ষে আনুমানিক শতকরা ৪৮ ভাগ নিরক্ষর।, ৫২ শতাংশ শিক্ষিত। শিক্ষিতের মধ্যে ৬৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৩১ শতাংশ মহিলা। শহরে শিক্ষিতের হার গ্রামের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন। সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া)

●ভারতে শতকরা ৪০ ভাগ হিন্দীভাষী। হিন্দীর পরেই বাংলার স্থান - শতকরা ৮ ভাগ। সেন্সাস ব্যুরো অফ ইণ্ডিয়া)

কবি জীবনানন্দ দাশ জন্ম শতবার্ষিকী
(১৮৯৯ - ১৯৫৪)

১৮৯৯ সালে কবির জন্ম। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ছোটবেলা থেকেই ওঁর মন আকৃষ্ট করে। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তাই প্রকৃতি প্রেমের প্রকাশ। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "বনলতা সেন" আধুনিক কালের অন্যতম কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ধরা হয়। ১৯৫৪ সালে দুর্ঘটনায় কবির অকাল জীবনাবসান হয়।

প্রবাস বন্ধুর দল

প্রবাস বন্ধুর দল
চল্ এগিয়ে চল্
বাধার দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে,
ভাল মন্দ সাথে নিয়ে
এগিয়ে যাবে মোদের দল
চল্ এগিয়ে চল্,
প্রবাস বন্ধুর দল।

গড়বো মোরা নতুন কিছু
আসবে সবাই মোদের পিছু,
সবার কথা, সবার ব্যথা
আঁকবো মোরা নক্শী কাঁথা,
খবর হবে হরেক রকম
মুখপত্র সাজবে তখন।

গাল গল্প ছেড়ে দিয়ে
সময় যেন যায়না বয়ে,
কোমর বেঁধে লাগতে হবে
এমন কিছু গড়তে হবে
চমক দেবে মোদের দল,
চল্ এগিয়ে চল্,
মোরা প্রবাস বন্ধুর দল।

শ্রীমতী প্রলেতা বসাক

মৃত্যুর আগে কাপুরুষ মরে বহবার
নির্ভীক জানে একবারই মরিবারে।
যত বিস্ময় শুনিয়াছি এতদিন
সবার চাইতে বিস্ময় মানি শুনি।
মানুষ ডরায় নিশ্চিত মৃত্যুরে
অসিবেই যাহা আসিবেই একদিন।

(শেক্সপীয়ারের লেখা থেকে
অনুবাদ - শ্রী জ্যোতির্ময় সোম)

বয়স্ক

বয়স্ক শব্দটা শুনলে কেমন যেন চম্‌কে উঠি।
অথচ এখন কচি খোকাটি নই,
মেঘে মেঘে গড়িয়ে গেছে বেলা।
লক্ষ্য করি দাঁতগুলো যেন বড্‌ডো বেজায় আল্‌গা
আর চুলগুলোতে বেশ খানিকটা ঘন সাদার ঝাপ্‌টা।
অনেক দিন থেকে দু চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন রহস্যময় ছায়া।
আর শুনছি কানে কম, সেও তো অনেক দিন হলো।
ওই সংগে কূল কিনারা নেই বড্‌ডো জংধরা স্মৃতির ঘরখানা।
তবুও কেমন যেন আঁত্‌কে উঠি বুড়ো বললে।
ভাবি মাঝে মাঝে কেন এমনটা হয়!
কে যেন বললো, "বুঝছিসনা?"
হঠাৎ মনে হলো ওই শব্দে রয়েছে যে জোরালো ইঙ্গিত,
অবাক হলুম, বললুম, "বলো তবে কিসের সেই সঙ্কেত?"
উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গে - "এ তো সোজা কথা, মৃত্যু ভয়।"
তাইতো বুঝলুম ওপারে যাওয়ার কি সুন্দর হাতছানি
বুঝিনি এতদিন, রয়েছে ওই শব্দটার মধ্যে লুকিয়ে।

শ্রী আশুতোষ বিশ্বাস
(প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের সৌজন্যে)

কলকাতার বেস্ট সেলার বই

কলকাতার বইয়ের বাজারে গল্প উপন্যাসের মধ্যে জনপ্রিয়তা হিসেবে প্রথম পাঁচটি বই হলোঃ
১। কলকাতার ফেলুদাঃ সত্যজিৎ রায় - আনন্দ পাবলিশার্স
২। চাপরাশঃ বুদ্ধদেব গুহ - আনন্দ পাবলিশার্স
৩। হৃদয় আছে যারঃ সমরেশ মজুমদার - মিত্র ও ঘোষ
৪। বাংলার সেরা ডাকাতের গল্পঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল কুমার দাস সম্পাদিত - সাহিত্য তীর্থ
৫। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ রহস্যামৃতঃ শংকর - দে'জ পাবলিশার্স

ইন্টারনেটের সংবাদ পত্র "সংবাদ" থেকে সংগৃহীত

প্রবাস বন্ধুর প্রথম সংখ্যা

শ্রী জয়দীপ ঘোষের সৌজন্যে)

ভুলোনা তুমি যে বড়

আমারে ক্ষমিয়া প্রভু দেখা
দেও হৃদয় মাঝে,
বুঝিতে পারিগো যেন
কাহারে কোথায় সাজে।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি
নাহি তার সমতুল,
একই বৃন্তে ফোটে
পাশাপাশি সব ফুল।
কেন তবে রেষারেষি,
মিছে দোষ শুধু বসি,
এত যে শিখিলে সবই
কিগো যাবে ভাসি?
তুমি যে সবার বড়
সে ভুল নহে গো ভাল,
ক্ষমিলে সবার ভুল
জ্বলিবে জ্ঞানের আলো।
সে আলোয় তব গৃহ
হবে যেরে সুমুজ্জ্বল।
ছেলে মেয়ে স্বামী সহ
সুখে রবে অবিরল।

শ্রীমতী আভা সেন
(প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের সৌজন্যে)